সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা এসডিসির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা এসডিসি। ১৮ জন সদস্য নিয়ে গুটি গুটি পায়ে সমাজের হত দরিদ্রর মাঝে উপহার সামগ্রী ও রক্তদান কর্মসৃচীর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মানুষের সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এই সংস্থাটি।

গত বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পীরপুরকুল্লা গ্রামের নিজস্ব ক্লাবে এক জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্টান ২০২২ অনুষ্টিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা মহিলা সরকারী গার্লস স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার মানবিক ওসি মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ।

অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা দিচ্ছে। মানুষের যে কোন ঘটনা আমাকে জানাবেন আমি দ্রত ব্যাবস্থা নিব। বিশেষ করে মাদকের বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। আপনার সন্তান কোথায় যাচ্ছে। কার সাথে খেলা ধুলা খেলছে এ সব দিকে নজর দিলে আপনার সন্তান সু শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি যে সংস্থার আয়োজনে এসেছি তাদের কথা ও কাজ দেখে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, আমি আশা করছি এই সংস্থাটি সারা বাংলাদেশ ব্যাপি ছড়িয়ে পড়ুক।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক ও জাতীয় দৈনিক জনবাণী ও মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দর্শনা ব্যুরো প্রধান আহসান হাবীব মামুন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক, জীবননগর হাসপাতালের সহকারী মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, পীরপুরকুল্লা গ্রামের আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতি শওকত আলী, জেলা ফায়ার ষ্টেশনের পরিচালক শাহাজান সিরাজ, সমাজ সেবক রোজিনা পারভিন, ওসমান আলী, মিঠু বিশ্বাস, রানা বিশ্বাস, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, সাবেক সাধারন সম্পাদক, চঞ্চল মেহমুদ, মাই টিভি ও সমিকরনের জীবনগর উপজেলা প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ, চ্যানেল এস এর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আফজালুল হক

বাদল। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন মহি উদ্দিন লাল্টু।

অনুষ্ঠান শেষে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার মনোনীত হওয়ায় এসডিসির পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন। সাংবাদিকতায় জনকল্যাণ মূলক সংবাদ পরিবেশন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করার জন্য সম্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা এস ডিসি। পরে একুশে বই মেলায় পরপর ৬ বার কাব্যগ্রন্থ বই প্রকাশিত হওয়ায় ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন করলেন পৌর মেয়র রিটন

আগামী ১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন। পৌর নির্বাচন উপলক্ষ্যে মেয়র পদে দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বর্তমান মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন। শুক্রবার দুপুরে দলীয় কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার নেত্রী শেখ হাসিনা আমার অভিভাবক। তিনি আমার জন্য যা ভালো মনে করবেন, তা করবেন।

মেহেরপুরবাসীর সমর্থন চেয়ে মেয়র বলেন, বিগতদিনে নানা প্রতিকূলতা মধ্যদিয়ে পৌরসভায় ইতিবাচক কাজের সূচনা করতে পেরেছি। এখন কঠিন সময়। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে পৌরসভা ও পৌরবাসীর জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছি। প্রিয় পৌরবাসী আমার জন্য দোয়া করবেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার সমর্থন নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি। আমি যেন আপনাদের সুখে-দুঃখে যেভাবে ছিলাম, সেভাবে থাকতে পারি।

এসময় জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস সহ দলীয় নেতাকর্মীরা

মুজিবনগরে হারিয়ে যাওয়া আয়শাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

মুজিবনগরে হারিয়ে যাওয়া আয়শাকে ২ ঘন্টার চেষ্টায় বাবা-মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল মুজিবনগর থানা পুলিশ ও টুরিস্ট পুলিশ।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে বাবা- মায়ের সাথে বেড়াতে এসে হারিয়ে যায় আয়শা খাতুন নামের ২ বছরের এক শিশু কন্যা।

পরে টুরিস্ট পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ ঘন্টা ধরে মাইকিং করে বাবা-মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। আয়শা মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মিঠুন আলীর মেয়ে।

মুজিবনগর থানার এসআই ইসরাফিল হোসেন জানান, মুজিবনগরে বেড়াতে এসে আয়শা নামের ২ বছর বয়সি শিশু কন্যা হারিয়ে গিয়েছিল। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ ও টুরিস্ট পুলিশের ২ ঘন্টার চেষ্টায় বাবা মাকে খুঁজে তাদের হাতে আয়শা তুলে দেওয়া হয়েছে।

টুরিস্ট পুলিশের এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, মুজিবনগরে গোলাপ বাগানের কাছে একটি মেয়েকে কান্না করতে দেখে স্থানীয় এক যুবক। পরে ওই যুবক টুরিস্ট পুলিশের কাছে মেয়েটিকে নিয়ে আসে। পরে আমরা ও মুজিবনগর থানা পুলিশ মাইকিং করে তার বাবা-মায়েকে খুজে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শৈলকুপায় পার্কে ৭ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষিত, থানায় মামলা, দু জন গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় একটি পার্ক অসামাজিক কার্যকলাপের আস্তানা হিসাবে গড়ে উঠেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করছে।

উপজেলার ছোট ধলহরা গ্রামের ব্লু-ম্যান গ্রামীণ শিশু পার্ক নামের এই জায়গা বেড়াতে গিয়ে ৭ম শ্রেনীর এক ছাত্রী দফায় দফায় ধর্ষনের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অরিফুল ইসলাম খাঁ ও রতন মন্ডল নামের দুজন ধর্ষক কে গ্রেপ্তার করেছে। রতন মন্ডল এই পার্কটির ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্বে রয়েছে।

পুলিশ ও ভিকটিমের স্বজনরা জানায়, শৈলকুপার ধাওড়া হাইস্কুলের ৭ম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে কাশিনাথপুর গ্রামের ইসলাম খাঁনের পুত্র আরিফুল ইসলাম ও ছোট ধলহরাচন্দ্র গ্রামের সিরাজের ছেলে রিয়াজ নামে দু যুবক স্কুলে যাওয়া আসার পথে উত্যক্ত করতো। ছাত্রীর বাবা প্রতিবাদ করায় তাকে হুমকি দিত।

গত ৪ এপ্রিল ওই ছাত্রী গ্রামের পার্কে গেলে তাকে একটি কুঠিরে নিয়ে ধর্ষন করে আরিফুল। ধর্ষনের দৃশ্য মোবাইলে ভিডিও করে রাখে। ভিডিও ভাইরালের ভয় দেখিয়ে ব্লাক মেইল করতে থাকে। ঈদের দিন পার্কে বেড়াতে গেলে আরিফুল ও রিয়াজ ওই ছাত্রীকে ভয় দেখিয়ে পার্কের ভিতরে একটি কুঠিরে নিয়ে আবারও ধর্ষন করে ।

এতে ছাত্রীটি গু–রুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধর্ষনের ঘটনায় পার্কের কর্মচারি ছোট ধলহরা গ্রামের ইন্জাল মন্ডলের ছেলে রতন মন্ডল সহায়তা করে। মেয়েটির বাবা বৃহষ্পতিবার রাতে শৈলকুপা থানায় তিন জনকে আসামী করে মামলা করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাতেই আরিফুল ও রতন মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। রিয়াজ পালিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ধর্ষিতা কিশোরীর বাবা জানিয়েছেন, ইদের দিন পার্কে গিয়ে তার কিশোরী কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়, এসবের ভিডিও করে পরিবার কে ব্লাকমেইলিং করে আসছিল ধর্ষকরা। তিনি দ্রুত পার্কের নামে অসামাজিক কার্যক্রমের আস্তানা বন্ধের দাবি সহ ন্যায় বিচার চেয়েছেন।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানিয়েছে কিশোরী মেয়েটিকে নানা প্রলোভনে দফায় দফায় ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ভিডিও ধারণ করে ব্লাকমেইলিং করে আসছিল ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর আগে শৈলকুপা উপজেলার ৮নং ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের ছোট ধলহরা গ্রামে ব্লু-ম্যান গ্রামীণ শিশু পার্ক ও আবাসন প্রকল্প নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে পার্ক টি চালু হবার পরপরই নানা বিতর্ক ওঠে এখানকার কার্যক্রম নিয়ে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পার্কে বেড়াতে এসে এক শ্রেণীর মানুষ ব্লাকমেইলিং করতে থাকে দর্শনার্থীদের । আস্তে আস্তে পার্কের নামে এখানে অসামাজিক কার্যক্রম শুরু হয় ।

নেশাক্তদের আড্ডার পাশাপাশি ভ্রাম্যমান পতিতাদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পার্কটিতে বেশ কিছু ছোট খুপড়ি গোপন ঘর দেখা গেছে। এসব ঘরে উঠতি বয়সী তরুন-তরুনীরা টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ও কখনো কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে থাকে। এতে এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । তারা এসব কাজে বাধা দিতে থাকে । তবে পার্কটির দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার(গ্রেফতারকৃত) রতন মন্ডল প্রভাব খাঁটিয়ে এসব অসামাজিক কাজ চালিয়ে আসছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ।

স্থানীয় বাসিন্দা মহিউদ্দিন জোয়ার্দ্দার জানান, পার্কে নামে এখানে অসামাজিক কার্যক্রম চলছে, এতে উঠতি বয়সীদের মাঝে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এলাকার সাবেক ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম জানান, এটি মিনি পতিতালয় হিসাবে পরিণত হয়েছে, এটি বন্ধের জন্য অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে।

ব্লু-ম্যান গ্রামীণ পার্কটির পরিচালক হিসাবে নাম রয়েছে মোস্তফা আজমল মুকুলের আর মালিক হিসাবে সৈয়দ লাবু নামের আমেরিকা প্রবাসী এক ব্যাক্তি বলে জানা গেছে। তবে বর্তমানে পুলিশের হাতে গ্রেফতারকৃত পার্কটির ম্যানেজার রতন মন্ডলই সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন।

এসব ঘটনায় পার্কের মালিক সৈয়দ লাবুর মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]+ [redacted] [redacted] [redacted]

“ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

ওয়াহেদ গবু আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিবের চাচা আব্দুল ওয়াহেদ গবু
(৫০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার সময় নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি শহীদ আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের ছোট ছেলে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দীর্ঘদিন প্যারালাইজড রোগে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, ভাই, ভাতিজাসহ অসংখ্যা গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি নি:সন্তান ছিলেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ বাদ জুম্মা কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠে জানাযা শেষে কলেজ মোড়ের পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

কুয়াকাটা ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের ২ যুবক নিহত

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে মেহেরপুরের ২যুবক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। নিহতরা হলেন- সদর উপজেলার বাড়িবাকা গ্রামের আসিফ ও শহরের গোরস্থান পাড়ার টিটু।

শুক্রবার ভোরে মাদারিপুরের একটি স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আসিফ মেহেরপুর হোটেল বাজারের নবিছদ্দিন ওরফে ফকিরের মুদি দোকানের কর্মচারী ও বাড়িবাকা গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছোট ছেলে এবং টিটু গোরস্থান পাড়া জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।

জানা গেছে, ঈদের পরদিন আসিফ, টিটুসহ ৮ বন্ধু মিলে ৪টি মোটরসাইকেল যোগে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে যায়। সেখান থেকে আজ শুক্রবার ভোরে ফেরার পথে মাদারিপুর জেলার একটি

স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে । এতে ঘটনাস্থলেই আসিফের মৃত্যু হয়। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে টিটুকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

কে হবেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ?

দেড় যুগ পর আগামী ৮মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। কে হবেন সভাপতি, কে হবেন সাধারণ সম্পাদক সেই হিসেবে কষছেন নেতাকর্মীরা। দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা আক্কাস আলী সভাপতি হিসেবে প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি কি পারবেন দায়িত্ব ধরে রাখতে। এমন নানা হিসেবে নিকেষ এখন নেতাকর্মীরা। তিনি যদি না পারেন তাহলে তিনি কোথায় স্থান পাবেন। আর তিনি যদি সভাপতি নির্বাচিত হন তবে বাকি প্রার্থীদের আওয়ামী লীগের অবস্থান কি হবে। নানা জল্পনা কল্পনা চলছেই। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা প্রার্থী হচ্ছেন সকলেই আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা রেখেছেন।

তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি নানা কারণেই পার করছে ১৮ বছর। আর এ ১৮ বছরের কমিটির প্রায় ১৫ জন পদস্থ নেতা মৃত্যুবরণও করেছেন ইতিমধ্যে। নতুন করে সম্মেলনকে ঘিরে আবারো নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সম্মেলনের দিনেই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তবে এবারের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে দাবিও করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কাউন্সিলর ও সাবজেক্ট কমিটির নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। এবারের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৮জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সে হিসেবে সম্মেলন হওয়ার আগে বলা কঠিন। তবে যোগ্য প্রার্থীকেই

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করবেন নেতারা।

সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

আরও পড়ুন ছিটকে পড়েছেন মিলু, কী আছে জিয়া বিশ্বাসের ভাগ্যে ?

সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. খ.ম হারুন ইমতিয়াজ জুয়েল, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের, জসিউর রহমান বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুজ্জামান হিলন, যুবলীগ নেতা ও কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

সভাপতি প্রার্থী আক্কাস আলী ১৮ বছর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে রয়েছি। তিনি যেখানে মনে করবেন সেখানে রাখবেন। তবে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে চেষ্টা করছি। দায়িত্ব পেলে সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। না পেলে কোন খেদ নেই।

অপর সভাপতি প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল বলেন, সভাপতি প্রার্থী হিসেবে কাউন্সিলরদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছি। বেশ সাড়া পাচ্ছি। এখনো চেষ্টা করছি কাউন্সিলরদের মন জয় করার।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ বলেন, ছাত্রজীবন থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে রাজনীতি করছি। কয়েকবার কারাবরণও করেছি। বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছি এবং এখনো করছি। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলে দলকে শক্তিশালী করতে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো।

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের বলেন, সম্মেলনকে ঘিরে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি যেভাবে সাবজেক্ট কমিটির ভোটে কমিটি হয়েছে। আশা করছি একইভাবে মেহেরপুর পৌর কমিটিও গঠন হবে। সে হিসেবে সাবজেক্ট নেতাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনে কেটে শিশু নিহত

আলমডাঙ্গায় লালব্রিজে ঘুরতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় এক কিশোর নিহত

হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার লাল ব্রীজের উপর ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ১২ বছর বয়সী হুসাইন আলী আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধারে কাজ করছে রেলওয়ে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মাসুদ রানা।

স্থানীয়দের বরাতে তিনি জানান, বিকেলে লাল ব্রীজের উপর ঘুরতে যায় হুসাইনসহ কয়েকজন কিশোর। এসময় সেলফি তুলতে গেলে হঠাৎ খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ঈদ স্পেশাল বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন হুসাইনকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা খেয়ে ব্রীজের নীচে পানিতে পড়ে যায় সে।

খবর পেয়েতার মরদেহ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা। পরে রেলওয়ে পুলিশের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করে তারা।

তিনি আরও জানান, নিহতের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। কোন অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।